আমারও পরানও যাহা চায়। তুমি তাই... তুমি তাই- গো-- ভাবছেন মনে মনে কিন্তু বলতে পারছেন না। তাতে কি? খোলা আছে হৃদয় জানালার পাতা। পৌঁছে দিন ভালোবাসার মানুষের কাছে হৃদয়ের আকুতি...

...তোমার অস্তিত্বকে অহর্নিশ অনুভব করি

বৃহস্পতিবার। শীতের শিশিরসিক্ত সকাল। উজ্জ্বল সুবর্ণ রোদের ছটা চারদিকে। ভ্রমণ উৎসবে পরিচয় তমা'র সাথে। মুক্ত বাতাসে নদীর তীর ঘেঁষে স্বাচ্ছন্দ্যে হেঁটে চলেছে একা। অন্তর্হিত উচ্ছ্বাসে নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনাকে মুক্তি দিলাম। প্রাচীন অর্বাচীনের নিপুণ সংমিশ্রিত শত ভাষা নিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। সঞ্চিত গভীর সাহসে ভর করে বললাম 'তমা আমার রন্ধ্রে তোমার শাশ্বত মাধুরীর কণা বহমান। নির্জন সৈকতে বিস্মিত প্রত্যয়ী জোড় পৌরাণিক। তমা, কম্পিত হাতে বাহু আঁকড়ে বলেছিল– 'তুমি কি ভালোবাসা অনুভব করতে পার'? গভীর শূন্যতা অনুভব করে তার উত্তর দিতে পারিনি। কেবল অনিশ্চয়তার ভয়ে বলতে পারিনি– 'ভালোবাসা অনুভব করতে পেরেছি, যা ধ্বনিত হচ্ছে অনবরত'। হঠাৎ তমা সহচরীদের সাথে মিশে গেল। কুয়াশাভেজা রাত্রিতেও এসেছিল নির্দ্বিধায়। মুখোমুখি আত্মভাষার স্বরান্তর। গভীর মর্মকথার আড়ালে চাপা পড়েছিল আত্মার চিন্তাস্রোত। উড়ে চলেছিলাম অবিরত তমা'র হাত ধরে। তবুও প্রবল স্বাতন্ত্রে বলতে পারিনি–

'তমা, তোমার অস্তিত্বকে অহর্নিশ অনুভব করি, অস্পষ্ট, সংহত সাধকের মত সাধনা করে যাব যতদিন ম্লান হবে না পৃথিবী।'

প্রকৃতির বিচিত্র ধারাবাহিকতায় একদিন উপলব্ধি করলাম তমা'র প্রস্থান। নিবিড় দ্যোতকতা ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে। জীবন প্রত্যয়ের নির্জন অন্ধকারের শেষ প্রদীপটুকুও ধূসর হতে লাগল। সমকালীন অক্ষমতাকে মেনে নিয়ে শুধু বিদায়বেলায় বললাম–

'আপন চমোর থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে, মোর পথ আরো দূর।'

পুঞ্জিত অস্পষ্টতা, আড়ম্বরতা বিসর্জন দিলাম, কিন্তু বলতে পারিনি 'তমা' রাশি রাশি ভালোবাসা শুধু তোমার জন্য।

তানভীন লীন সুমন

অ চে না আ প না কে

জাহিদের উদ্দেশে ২০০০-এ আমার যে লেখাটা ছাপা হয়েছিল হয়তো সেখান থেকেই আপনি আমার ঠিকানাটা পেয়েছিলেন। আমার কাছে আপনার ঐ যুগান্তরের কপিটা পাঠিয়েছেন। একজন মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে আপনি যে কাজটা করতে বলেছিলেন, আমার খুব ভাল লেগেছিল যে এই পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যা যদিও খুব কম তবুও আছে। আবার খারাপ লেগেছিল আপনার সৎ সাহসটুকু নেই বলে। তা না হলে কেন আপনার নামটা জানাতে সাহস হলো না? যদিও আপনার দেয়া নিউমার্কেটের দোকানটা থেকেই বইটা কিনেছি। অবশ্য আপনাকে খুশি করানোর জন্য নয়। আপনি যেমন আমার কাছে হাত পেতেছিলেন, আমিও তেমনি সেই অসহায় সুন্দর মানুষটিকে কিছু সময় এই পৃথিবীতে তাঁর আপনজনের সান্নিধ্য পাবেন এই আশায়। আচ্ছা, সেই মানুষটি কি আপনার কিছু হন? আমার বিশ্বাস, আবার যদি কখনো আমার কাছে লেখেন তবে সৎ সাহস নিয়েই লিখবেন। আমি উদার আর সৎ মানুষদেরকে খুব শ্রদ্ধা আর সম্মান করি। কেননা তাদের কাছ থেকে আমার মতো মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারবে। সবশেষে বলবো, এই পৃথিবীতে আপনি আপনার আপনজনদের নিয়ে ভাল থাকুন, সুখে থাকুন।

মিনা, ৩৪৪/বি, খিলগাঁও
তালতলা, ঢাকা

হ্যা পি ভ্যা লে ন টা ই ন স ডে

শীতের সকালে ফুল বাগানে গুনগুন করছে অহনা। কখনো 'আহা আজি এ বসন্তে' আবার পরক্ষণেই 'ফ্রম দিস মমেন্ট অন'। এবার বাগানে কি যে ফুলের সমারোহ, বিশেষ করে হলুদ ও কমলা গাঁদায় চারদিক যেন আলোয় আলোকিত। আরে কি আশ্চর্য! নিকের দেয়া গাছটায় গোলাপ ফুটেছে। লাল টকটকে গোলাপ। অহনা'র ভীষণ প্রিয়। গতকাল খেয়াল করেনি তো। বাঁদরটার কারসাজি। এখনও আসছে না কেন? একটু আগে ফোন করে 'অহনা, আমার মনের গহনা' বলে মাত্র শুরু করেছিল। অহনা চেঁচিয়ে উঠতেই 'বাগানে থেকো' বলে ফোন রেখে দিয়েছে। সবসময় শুধু ফাজলামি! প্রথমদিন থেকেই দু'জন একে অন্যের পেছনে লেগেই আছে। নিক্কন! নাম শুনেই অহনা'র কি হাসি। ছেলেদের নাম নিক্কন হয় না কি! এবার থেকে নিক বলেই ডাকবো। শুনে নিক্কনের সে কি রাগ। অহনা'র ছোট ভাই বোন নেই, তাই বাড়ির সবাই নিককে ভীষণ আদর করে।

আজ কলেজে-বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে নাকি 'ভ্যালেনটাইনস ডে' পালন করবে। ইদানীং এদেশে ভ্যালেন্টাইনস ডে'র বেশ প্রচলন হয়েছে। বাঙালির হুজুগ! অহনা কোনো উৎসাহ পায় না। ওর তেমন কেউ নেই, থাকলে ভালই হতো। প্রায়ই মনে হয়–

যদি আজ ডাকে তার চিঠি পাই দেরি হোক,
যায়নি সময়...॥

কানের কাছে যেন বোমা পড়ল। তাকিয়ে দেখি দুষ্টের শিরোমনি দাঁত বের করে হাসছে। হাত পেছনে লুকানো। অহনা রেগে উঠতেই 'আই এ্যাম ভেরি সরি' বলে হাতটা সামনে তুলে ধরে। কি সুন্দর! এক গুচ্ছ লাল গোলাপ। অহনা খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। 'অনলি ফর ইউ, হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে'। নিক্কনের গাঢ় কণ্ঠস্বরে ভীষণভাবে চমকে ওঠে অহনা। হঠাৎ করেই চারপাশে শীত অনুভব করতে লাগল ও। দূরে মিলিয়ে যাওয়া নিক্কনের অবয়বের দিকে হতভম্ব, বিস্মিত অহনা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

তানিয়া, ৩৩/২ R-C-RC রোড
কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া

হৈমন্তীর অন্বেষণে...

তোমার সরলতা, চঞ্চলতা এবং উচ্ছলতা আমার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে এলোমেলো করে দিয়েছে। তাই লক্ষ্যহীনভাবে মহাশূন্যতা নিয়ে ইন্টারনেটে নিউইয়র্ক থেকে টোকিও এবং নরওয়ে থেকে সিডনি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি কি আমার এ মহাশূন্যতা দূর করবে, নাকি এ মহাশূন্যতা নিয়ে ঘুরে বেড়াব পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত?

তাই তো 'হৃদয় জানালা' বিভাগে খুলে দিলাম আমার হৃদয়ের জানালা, হৈমন্তীর প্রত্যাশায়–

Tusar, Shin Kil Ho,
M.T.L.Y.I. Dong Koyo-Ri, Soheal
Myon Pochon, Kyong Gi Do, Korea-
487-820, South Korea
ই-মেইল : www.tusar12@hotmail.com

চিরকুট

অর্পিতা ও অরোরাকে

কেমন আছ বন্ধুদ্বয়? শুভেচ্ছা রইল। তোমাদের কাছে চিঠি ও ঈদ কার্ড পাঠিয়ে আজও কোনো উত্তর পাইনি। সেই একটাই চিঠি তোমরা লিখেছিলে। ২০০০-এর মাধ্যমে পথ ও পথিক-এর লেখা পড়ে বুঝতে পারলাম তারাও আমার মতো তোমাদের নতুন ঠিকানা পায়নি। Please বন্ধুদের আর কষ্ট দিও না– শীঘ্রই লিখবে।

Shamim, Nipun Studio, Dhormotola More, Jessore

আমার পৃথিবী ভীষণ একা

আমার পৃথিবী ভীষণ একা। এখানে একাকিত্বের কি যে যন্ত্রণা আমি ছাড়া কেউ বোঝে না। আমার পৃথিবীতে কেউ কি আসবেন নিস্কন্টক ভাবে বসবাস করার জন্য। আমরা দু'জনে গড়ে তুলব নতুন আবাসস্থল। যেখানে থাকবে না কোনো মনোমালিন্য, থাকবে শুধু ভালোবাসা আর ভালোবাসা। আমি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদেরকে লেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আসাদ, C/O কামাল হোসেন, পোঃ কাজির শিমলা, থানা– ত্রিশাল, জেলা– ময়মনসিংহ

ফেরারি

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪০-এর প্রচ্ছদের মত এমন একজনকে খুঁজছি, যে কেবল প্রতি সপ্তাহে একটি নীল উপহার দেবে শুধু আমাকে।

জয়, মেডিসিন সেন্টার, দঃ পাহাড়তলী, ঝর্ণাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪২০২

প্রেমা-প্রীতি

অভিনন্দন প্রেমা-প্রীতি। চিঠির সাথে ঠিকানা দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? সেন্টিমেন্ট! প্রশ্নগুলোর জবাব তো দিতে হবে? তোমাদের চিঠি পেয়েছি ২৭.০১.০২-এ। যখনকার কোটেশন দিয়েছ তখনকার আমি আর এখনকার আমিতে অনেক তফাৎ। একটা ঝড় আমাকে ভেঙে দিয়ে গ্যাছে। এখন আমি পালিয়ে বেড়াই জীবন থেকে। রোমানও সরে গেছে দূরে। ...আর, এখন মনে হয়, তুমি নও, আমি নিজেই একটা ভুল।

Prince

একজন বন্ধুর খোঁজে

একা একা ২৪টি বছর পার করতে চলেছি। আর নয়, একজন ভাল বন্ধু চাই, ভাল বন্ধু। যে আমার নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে পারে।

Nyohla Mong, Room No-353 Shaheed Zoha Hall, Rajshahi University , Rajshahi-6205

ভালোবাসার সীমানায়

'ভালোবাসা' শব্দটা অত্যন্ত মধুর। ভালোবাসা ব্যক্তি জীবনের এক অপরিহার্য উপাদান। তাইতো ইদানীং বড় বেশি ভাবতে শুরু করেছি কাউকে। আমার ইচ্ছে মত সাজাবো তাকে। সারাদিন কেটে যাবে ভালোবাসার গল্প শুনতে শুনতে। কিন্তু কাকে! হ্যাঁ সেই স্বপ্নময়ী সুন্দরী সুশ্রী রাজকন্যার সন্ধান আজো আমি পাইনি। অথচ বিদ্যাপীঠের শেষ প্রান্তে এসে আমি পৌঁছেছি।

মোঃ রিপন, C/o সুলতান আহমেদ, টিএনটি অফিস, সদর রোড, মুলাদী, বরিশাল

ভালোবাসার আহবান

পৃথিবীতে জন্মে আমরা জেনেছি জীবনের পথ খুব একটা দীর্ঘ নয়। ক্ষণিকের এ মানব জনম। সত্যিই দুর্লভ জনম। এমন জনম আর হবে না। তাই এ জনমে কাউকে যদি ভালো বাসতে নাই পারি, তবে আবার এমন কোন জনম হবে– যে জনমে আবার নতুন করে ভালোবাসা আসবে?
তাই অতি ক্ষুদ্র এ জীবন নিয়ে আপনাকেই আহ্বান।

জনী, C/O আব্দুল হামি কোর্ট রোড, মেহেরপুর-৭১০০

যদি হতাম কবি...

ডিগ্রি সমাজ বিজ্ঞান পরীক্ষার শেষে চলন্ত ভ্যানে তোমাকে যখন প্রথম দেখি, আমার বুকের মাঝে অজানা এক ভালোলাগা অনুভূতির ঢেউ বয়ে গিয়েছিলো...। তোমার নিষ্পাপ চোখ জোড়া আমার বুকের অতলে লিখে যাচ্ছিল এক মহাকাব্য! একজোড়া চোখ যে এভাবে কাউকে উতলা করতে পারে তা আমার জানা ছিলো না। চিত্রশিল্পী হলে রংতুলির আঁচড়ে আঁকার চেষ্টা করতাম। জানি, মায়াবী চোখ জোড়া একজন চিত্রশিল্পীরও আঁকা সম্ভব হতো না। কবি হলে উপমার অংলংকারে সাজাতাম। ভুল সবই ভুল, তার কোনোটাই আমি নই। অনেক মুখের ভিড়ে তোমাকে চিনতে ভুল করিনি মাধু। তোমার সুন্দর অহংকার আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। অনেক প্রতীক্ষার পর যেদিন তোমার সাথে আমার প্রথম কথোপকথন হয়েছিলো আমি ঝড়ের বেগে কিছু এলোমেলো বাক্য বলেছিলাম। যাকে ভালো লাগে তার জন্য সব কিছুই করা যায়। তুমি চলে গেলে... সেই দিনের একটুকু স্মৃতি নিয়ে পনেরো দিন অতিবাহিত করেছি আমি। আমি তোমাকে যেভাবে অনুভব করছি তুমি কি আমাকে সেভাবে অনুভব করো মাধু? চলার পথে যদি তোমার সাথে কোথাও দেখা হয়ে যায় চিনতে পারবে তো আমাকে? তোমার নিষ্পাপ চোখ জোড়া আমার বুকের অতলে সারাক্ষণ এঁকে যায় সুখের আলপনা। সবুজ মেয়ে তুমি ভালো থাকো সব সময়...।

জাহিদ আকবর, কাঁকনহাট, রাজশাহী-৬০০০

পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিন

এখন বাংলাদেশী পাত্র-পাত্রী বাস করে বিশ্ব জুড়ে। পাত্রীর জন্যে পাত্র পাওয়া যেমন কঠিন, পাত্রের জন্য পাত্রীও মেলে না সহজে। সহজ উপায় হলো ২০০০-এ বিজ্ঞাপন। বিশ্ব জুড়ে বসবাসরত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যায় ২০০০ প্রতি সপ্তাহে। আপনার বিজ্ঞাপনটি প্রার্থিত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যাবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রতিশব্দ মাত্র ২ টাকা। টাকা মানি অর্ডার কিংবা অফিসে পৌঁছানোর তিন সপ্তাহের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৯৪৫৯ পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১-৩